أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/৩)

www.motaher21.net

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

কে দান-সাদাকাহ পাওয়ার যোগ্য
।

Charity is for Fuqarai,who in Allah's Cause.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭৩

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না।

২৭৩ নং আয়াতের তাফসীর:

কে দান-সাদাকাহ পাওয়ার যোগ্য

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿لِلْفُقَرَآءِالَّذِيْنَاُحْصِرُوْافِيْسَبِيْلِاللّٰهِ﴾ সাদাকাহ ঐ মুহাজিরদের প্রাপ্য যারা ইহলৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বদেশ পরিত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে মাদীনায় উপস্থিত হয়েছে। তাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় নেই যা তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং তারা সফরও করতে পারে না যে, চলে-ফিরে নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে।’ অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ﴾

‘আর যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করো তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।’ (৪ নং সূরাহ্ নিসা, আয়াত নং ১০১) অন্যত্র মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

﴿ عَلِمَ اَنْ سَیَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى١ۙ وَ اٰخَرُوْنَ یَضْرِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ١ۙ وَ اٰخَرُوْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ﴾

‘মহান আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ মহান আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।’ (৭৩ নং সূরাহ্ মুয্যাম্মিল, আয়াত নং ২০) তাদের অবস্থা যাদের জানা নেই তারা তাদের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে এবং কথা-বার্তা শুনে তাদেরকে ধনী মনে করে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسُ شَيْئًا.

‘ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়, কোথায়ও হয়তো একটি খেজুর পেলো, কোথায়ও হয়তো দু’ এক গ্রাস খাবার পেলো, আবার কোন জায়গায় হয়তো দু’ একদিনের খাদ্য প্রাপ্ত হলো। বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট ঐ পরিমাণ খাদ্য নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং সে তার অবস্থাও এমন করেনি যার ফলে মানুষ তার অভাব অনুভব করে তার প্রতি কিছু অনুগ্রহ করবে। আবার ভিক্ষা করার অভ্যাসও তার নেই।’ (সহীহুল বুখারী-৩/৩৯৯/১৪৭৯, ফাতহুল বারী -৩/৩৯৯, সহীহ মুসলিম-২/১০১/৭১৯, মুসনাদ আহমাদ -২/৩১৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস ‘ঊদ (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ -১/৩৮৪) কিন্তু যাদের অন্তরদৃষ্টি রয়েছে তাদের কাছে এদের অবস্থা গোপন থাকেনা। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ ﴾

তাদের মুখে সাজদার চিহ্ন থাকবে। (৪৮ নং সূরাহ্ ফাত্হ, আয়াত নং ২৯) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ ﴿وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِیْ لَحْنِ الْقَوْلِ﴾

তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে। (৪৭ নং সূরাহ্ মুহাম্মাদ, আয়াত নং ৩০) অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا ‘তারা কাকুতি মিনতি করে কারো কাছে প্রার্থনা করে না’ অর্থাৎ তারা যাঞ্চার দ্বারা মানুষকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে না এবং তাদের কাছে সামান্য কিছু থাকা অবস্থায় তারা মানুষের কাছে হাত বাড়ায় না। প্রয়োজনের উপযোগী কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে না তাকেই পেশাগত ভিক্ষুক বলা হয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সা ‘ঈদ (রহঃ) বলেনঃ আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে পাঠালেন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পর কিছু না চেয়ে ওখানে বসে পড়লাম। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেনঃ যে অল্পতে তুষ্টি লাভ করে মহান আল্লাহ্ তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন, যে ব্যক্তি বিনয়ী হবে মহান আল্লাহ্ তাকে সজ্জন হিসাবে চিহ্নিত করবেন, যে ব্যক্তি তার কাছে যা আছে তাতেই খুশি থাকে মহান আল্লাহ্ তার অভাব পূরণ করে দিবেন, যে সামান্য কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে যাঞ্চা করে বেড়ায় মহান আল্লাহ্ তার ভিক্ষাবৃত্তি দূর করবেন না। আবূ সা ‘ঈদ (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললামঃ আমার তো ‘ইয়াকুতাহ’ নামের একটি উষ্ট্রী রয়েছে যার মূল্য ‘সামান্য কিছুর’ এর চেয়ে অনেক বেশি, সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে কোন কিছু না চেয়ে বরং সেখান থেকে চলে আসি। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৪/১৩৮, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-৩/৯৫, সুনান আবূ দাঊদ ২/২৭৯, সুনান নাসাঈ -৫/৯৫)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ﴾ তোমাদের সমস্ত দান সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ সম্যক অবগত রয়েছেন।’ অতএব যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে তখন তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে এমন একদল লোক যারা আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদেরকে কায়মনোবাক্যে সার্বক্ষণিকভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত সময় এই দ্বীনি খেদমতে ব্যয় করার কারণে নিজেদের পেট পালার জন্য কিছু কাজকাম করার সুযোগ তাদের ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবীদের এটি স্বতন্ত্র দল ছিল। ইতিহাসে তাঁরা ‘আসহাবে সুফ্ফা’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা ছিলেন তিন চারশো লোকের একটি দল। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে এরা মদীনায় চলে এসেছিলেন। সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির থাকতেন। তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি যখন যাকে যেখানে কোন কাজে বা অভিযানে প্রয়োজন তাদের মধ্যে থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। মদীনার বাইরে কোন কাজ না থাকলে তারা মদীনায় অবস্থান করে দ্বীনী ইল্ম হাসীল করতেন এবং অন্যদেরকে তার তালিম দিতেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সার্বক্ষনিক কর্মী এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো ব্যক্তিগত উপকরণও তাঁদের ছিল না, তাই মহান আল্লাহ সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে বিশেষ করে তাদেরকে সাহায্য করাকে আল্লাহ পথে ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত বলে উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে সেই মুহাজিরদের বুঝানো হয়েছে যাঁরা মক্কা ত্যাগ করে আসেন এবং আল্লাহর পথে এসে প্রত্যেক জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সব কিছুই তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং আলেমরাও এরই আওতায় পড়তে পারে।

অর্থাৎ, ঈমানদারদের গুণ হল, অভাব-অনটন সত্ত্বেও তারা চাওয়া ও ভিক্ষা করা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে এবং নাছোড় বান্দা হয়ে চাওয়া থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ إلحاف এর অর্থ করেছেন, মোটেই না চাওয়া। কেননা, তাদের প্রথম গুণ বলা হয়েছে যে, তারা যাচ্ঞা করে না। (ফাতহুল ক্বাদীর) আর কেউ কেউ বলেছেন, তারা চাওয়াতে বারবার আবেদন ও কাকুতি-মিনতি করে না এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস লোকের কাছে প্রার্থনা করে না। কারণ, إلحاف হল, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও (স্বভাবগত কারণে) মানুষের কাছে চাওয়া। এই অর্থের সমর্থন সেই হাদীসসমূহ দ্বারাও হয়ে যায় যাতে বলা হয়েছে, "মিসকীন তো সে নয়, যে একটি-দু'টি খেজুরের জন্য অথবা এক-দু' লুকমা খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে চেয়ে বেড়ায়, বরং আসল মিসকীন তো সেই, যে (অভাব সত্ত্বেও) চাওয়া থেকে বেঁচে থাকে।" অতঃপর নবী করীম (সাঃ) প্রমাণস্বরূপ

{لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ إلْحَافًا} আয়াতটি পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী ১৪৭৬নং) এই জন্য পেশাদার ভিক্ষুকের পরিবর্তে মুহাজির, দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র-ছাত্রী, উলামা এবং চাইতে পারে না অথবা চাইতে লজ্জাবোধ করে এমন গুপ্ত অভাবীদের খোঁজ করে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। কারণ, অন্যের সামনে হাতপাতা মানুষের আত্মসম্মান পরিপন্থী ও মর্যাদাহানিকর কর্ম। তাছাড়া হাদীসে এসেছে যে, যার কাছে তার প্রয়োজনের যথেষ্ট সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল ক্ষত-বিক্ষত হবে। (সুনানে আরবাআহ) আর বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, "যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চায়, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে গোশত থাকবে না।" (বুখারী ১৪৭৫, মুসলিম ১০৪০নং)

لِلْفُقَرَآءِ 'ফকিরদের জন্য' এখানে ফকির দ্বারা মুহাজিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা মক্কায় সবকিছু ছেড়ে রিক্তহস্তে মদীনায় চলে এসেছেন। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোথাও যেতে পারেন না, যুদ্ধ জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে যারা তাদেরকে চেনে না, তারা মনে করে এদেরকে দানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তারা চায় না, তাদের আচার-আচরণ ও চাল-চলনে সে রকম কিছু বুঝা যায় না। এদেরকে দান করা খুব নেকীর কাজ।

(إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ)

'আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় কর' যখন একজন মুসলিম একমাত্র আল্লাহ তা ' আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করবে তখন সে প্রত্যেক ব্যয়ের জন্য নেকী পাবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তুমি যে ব্যয়ই কর তার দ্বারা যদি আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টি চাও তাহলে তার প্রতিদান পাবে এমনকি যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে খাবার দাও তাতেও নেকী পাবে। (সহীহ বুখারী হা: ৫৬)

সুতরাং আমরা যা দান-সদাকাহ করব তার উদ্দেশ্য থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টি, মানুষ আমাকে দানবীর বলবে কিম্বা তাদের বাহবাহ পাওয়ার জন্য নয়।

ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হল: তারা শত অভাব অনটনেও কারো কাছে হাত পাতে না।

الحاف। ইলহাফ অর্থ হল: সর্বাত্মকভাবে কারো কাছে চাওয়া বা নিবেদন করা। (তাফসীর মুয়াসসার, পৃঃ ৪৬)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: মিসকিন সে নয় যে একটি দু’ টি খেজুরের জন্য বা এক-দু’ লোকমা খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় বরং প্রকৃত মিসকিন হল সে যে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও চাওয়া থেকে বেঁচে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত

(لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)

পাঠ করলেন। (সহীহ বুখারী হা: ১৪৭৬)

[১] এখানে অভাবগ্রস্ত লোক বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনই কাজে নিয়োজিত থাকার কারনে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশে অন্য কন কাজ করতে পারে না।

[২] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও জায়েয হবে [তাফসীরে কুরতুবী]

[৩] এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলিমদের গোরস্তানে দাফন করা যাবে না। [তাফসীরে কুরতুবী]

[৪] এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না - এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তাফসীরকারক তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ট তাফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না। বরং সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। [তাফসীরে কুরতুবী]

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

যারা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে হাত পাতে না তাদের মর্যাদা জানলাম।